মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৬৭২

পর্ব-১১: হজ্জ (كتاب المناسك)

পরিচ্ছেদঃ ১০. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - কুরবানীর দিনের ভাষণ, আইয়্যামে তাশরীক্বে পাথর মারা ও বিদায়ী তাওয়াফ করা

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

বাংলা

২৬৭২-[১৪] ’আয়িশাহ্ ও ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারা কুরবানীর দিনে (১০ তারিখে) রাত পর্যন্ত দেরি করেছিলেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ২০০০, তিরমিযী ৯২০, ইবনু মাজাহ ৩০৫৯, আহমাদ ২৬১২।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحرِ إِلَى اللَّيْلِ) অর্থাৎ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারাহ্-কে ইয়াওমুন্ নাহরে বিলম্ব করতে করতে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। এ হাদীসটি এ বিষয়ে বর্ণিত পূর্বেকার সব ক’টি বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক এ বৈপরীত্যের সমাধান বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম দিয়ে থাকেন। যেমনঃ ইবনুল কাত্ত্বান আলফাসী, ইবনুল ক্বইয়্যিম, ইবনু হাযম সহ অনেকে ‘আয়িশাহ্ থেকে বর্ণিত অত্র হাদীসকে য‘ঈফ বলেছেন। শুধু য‘ঈফই নয় বরং বাতিলও। আবার কোন কোন ‘উলামায়ে কিরাম পূর্বেকার ইবনু ‘উমার ও জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসকে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) এ ধরনের সবগুলো রিওয়ায়াত যেমন ইবনু ‘উমার ও জাবির (রাঃ) অপরদিকে ‘আয়িশাহ্ ও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর সকল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে বলেছেন,

اصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث ابى سلمة عن عائشة حتى حديث البخارى نلفظ قالت : حجنا مع رسول الله ﷺ فاقصنا يوم النحر.

অর্থাৎ- এ বিষয়ে বর্ণিত সর্বাধিক সহীহ বর্ণনা হলো ইবনু ‘উমার ও জাবির ও ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণনা যেটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

অপর একদল ‘আলিম তারা এ রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে সমতা ফিরে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী, ইবনু হিব্বান ও ‘আল্লামা সিন্দী অন্যতম। ‘আল্লামা সিন্দী সুনানে ইবনু মাজাহ্’র প্রান্তটীকায় বলেন, ‘আয়িশাহ্ ও ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর কথা (اخر طواف الزيارة الليل) এটা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফে‘ল দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয তাওয়াফ তাওয়াফে ইফাযাহ্ করেছেন রাতের পূর্বে। আর এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, তিনি তাওয়াফে যিয়ারহ্-কে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ দিয়েছেন।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57232

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন